ঢাকা : সোমবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৯৬

বাংলাদেশের ক্রীড়া নীতি

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে — বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। ...... শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলার মাঠের জন্য খাস জমি বরাদ্দ দেওয়া হবে। ...... অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ২১টি খেলায় পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। .... বর্তমানে খেলাধুলার জন্য আয়কর মুক্ত ২ লাখ টাকা বাড়িয়ে ৫ লাখ টাকা করা হবে। ...... ক্রীড়াসামগ্রী আমদানীতে শুল্ক রেহাই দেওয়া হবে।

ভূমিকা

১'১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় অনুচ্ছেদের ১৫ ধারায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।

১'২। ক্রীড়াচর্চা, ক্রীড়া-অনুশীলন ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা জাতীয় সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে পূর্ণতাদানের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদিকা শক্তিকে উৎকর্ষ প্রদান করে। উৎপাদনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান যুবশক্তি গঠনে শারীরিক সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

১'৩। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্রীড়াচর্চা ধর্ম-বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের জন্মগত অধিকার। বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ক্রীড়ার বৈচিত্র্যময়তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করেছে।

১'৪। চরিত্রবল, নৈতিকতা, সংযম ও শৃংখলা ক্রীড়াবিদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জনের অপরিহার্য সোপান। ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের জন্যে চরিত্রবল, নৈতিকতা, সংযম ও শৃংখলার প্রয়োজন অপরিহার্য।

১'৫। ক্রীড়াচর্চা সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে কৈশোর ও যৌবনকে সংহত করে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটায়। জাতীয় শক্তি হিসাবে যুবশক্তির সবচেয়ে সহজ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও চিরায়ত বিকাশ হচ্ছে ক্রীড়া। যৌবনের অনন্য সৌন্দর্য ক্রীড়া-নৈপুণ্যে। আর ক্রীড়াবিদ যুবসমাজের সৌন্দর্যে ভাস্বর পুষ্প।

১'৬ বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় অলিম্পিকের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রাসংগিক বিধি-বিধান পালনে বাংলাদেশ অংগীকারাবদ্ধ। ক্রীড়ায় জাতীয় মান উন্নয়ন তথা আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সম্প্রতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলন ঘোষিত "সবার জন্য ক্রীড়া"— নীতি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

১'৭। দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধি করে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়ানুশীলনের জন্য বস্তুগত অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়ানীতি প্রণীত হলো।

ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণ :

২। গ্রামাঞ্চল থেকে মহানগরী পর্যন্ত সর্বস্তরে খেলার মাঠ, খেলাধুলার জন্য অন্তঃকক্ষ সুবিধাদি, সাঁতারের পুল, পুকুর ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা। সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/ব্যক্তিমালিকানাধীন কল-কারখানা ইত্যাদিতে সম্ভাব্য ক্রীড়া ব্যবস্থা গ্রহণ। পর্যায়ক্রমে এই অবকাঠামো এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি মাঠ ও একটি পুকুর, প্রতি উপজেলায় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স, জেলাগুলোয় পূর্ণাঙ্গ ষ্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিংপুল, অন্ততঃপক্ষে ৪/৫টি উন্মুক্ত খেলার মাঠ এবং মহানগরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বস্তুগত সুবিধাদির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার সর্বস্তরে শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা :

৩.১। বর্তমানে স্কুলের পাঠ্যক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা এবং ক্রীড়া সম্পর্কে একটি পূর্ণাংগ বিষয় বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। উক্ত বিষয়ে ব্যবহারিক অংশে ৭৫ নম্বর এবং তাত্ত্বীয় অংশে ২৫ নম্বর নির্ধারিত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় অন্তভুক্ত হবে। উক্ত বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে '৭৫ নম্বর এবং তাত্ত্বীয় অংশে ২৫ নম্বর নির্ধারিত হবে।

৩'২ স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠ, ক্রীড়া সরঞ্জাম ও শরীরচর্চা শিক্ষক থাকা নিশ্চিত করা।

৩'৩ বর্তমানে গ্রাম, শহর অঞ্চল ও নগরীতে খেলার মাঠের সংখ্যা অপ্রতুল। বিশেষ করে প্রতিটি স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। এ সকল অঞ্চলে খাস জমি বন্টনের সরকারী নীতিমালায় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের জন্য (যাদের নেই) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস-জমি বরাদ্দকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ :

৪। অনুন্নত দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে সর্বক্ষেত্রে প্রতিভা অকালেই ঝরে যায়। উন্নত বিশ্বে সম্পদ প্রাচুর্যের কারণে প্রতিভাকে অংকুরেই ধরে রাখে। অংকুরে ধরে রাখা প্রতিভা লালনপালন এবং পরিচর্যার মাধ্যমে নিজের এবং জাতির জন্য শুধু সম্মানই বয়ে আনে না, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও সহায়তা করে। প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রাম থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে কেন্দ্রে বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রতিভাময় ক্রীড়াবিদদের সনাক্ত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মানোন্নয়নে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতা :

৫'১ আধুনিকতা, আন্তর্জাতিকতার প্রভাব এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের সাথে সাথে দেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্রীড়ার সবগুলো কোন না কোন আকারে প্রচলিত আছে। কতগুলো খেলায় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি অংশ গ্রহণ করে। কতগুলোতে সীমিত সংখ্যায় অংশগ্রহণ দেখা যায়। কতগুলো খেলা ব্যয়বহুল, কত গুলো খেলাতে ব্যয় কম। এমন কতগুলো খেলা আছে যা পরিবেশ, প্রতিবেশ, দৈহিক কাঠামো ইত্যাদি কারণে আমাদের ব্যাপ্তি এমন নিম্নমানের যে, আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও আমাদের উন্নয়নের সম্ভাবনা কম।

৫'২। জাতীয় ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখে দেশের ভৌগলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, দৈহিক কাঠামো, আবহাওয়া, জনপ্রিয়তা আর্থিক অবস্থা এবং মেধার সাথে সামঞ্জস্যশীল কিছু খেলা বেছে নিয়ে তারই উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপকরণ।

৫'৩। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করার জন্য বর্তমানে প্রচলিত খেলাধুলাকে তিনটি ভাগে ভাগকরণ :

অগ্রাধিকার—১ : এ্যাথলেটিক্স সাঁতার, ফুটবল, কাবাডি, দাবা ও ভলিবল।

অগ্রাধিকার—২ : ক্রিকেট, হকি, শুটিং, হ্যাণ্ডবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ও জিমন্যাষ্টিক্স।

অগ্রাধিকার—৩ : বাস্কেটবল, বক্সিং, বডিবিল্ডিং, সাইক্লিং, জুডো ওয়েটলিফটিং ও রেসলিং।

৫'৫ দেশীয় খেলাধুলা যা বিশে করে গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

খেলাধুলার মানোন্নয়নে যথাযথ প্রশিক্ষণ :

৬'১ খেলাধুলার মানের উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব। দেশে বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক, অ-প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রশিক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে যে ধরনের কোচিং-এর ব্যবস্থা দেশে বিদ্যমান, তা অপর্যাপ্ত হলেও পরিকল্পিত প্রয়োগে তা অধিক অর্থবহ করে তোলা যেতে পারে। এ বিষয়ে উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উদাহরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬'২। যে কোন খেলায় প্রশিক্ষণ দেবার আগে অংশগ্রহণকারীদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস অত্যাবশ্যক। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উদ্যোক্তাগণ জুনিয়র ক্যাটাগরীতে নিম্নোক্ত বয়সভিত্তিক তিনটি শ্রেণীতে নির্বাচন করবেন এবং বয়সসীমাব কঠোর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করবেন :

(ক) অনূর্ধ — ১৪ বৎসর
(খ) অনূর্ধ — ১৬ বৎসর
(গ) অনূর্ধ — ১৮ বৎসর

সিনিয়র ক্যাটাগরীর কোন প্রতিযোগী জুনিয়র কোন ক্যাটাগরীতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে জুনিয়র ক্যাটাগরীর প্রতিযোগী সিনিয়র ক্যাটাগরীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬'৩। ক্রীড়াঙ্গনের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব প্রশিক্ষক সংখ্যা যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন ফেডারেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা, উপজেলা বা মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৬'৪। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ক্রীড়া প্রশিক্ষণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে দীর্ঘমেয়াদ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশী ও বিদেশী কোচের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৬'৫। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খেলাধুলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ক্রীড়া পরিষদের প্রশিক্ষকগণ এবং ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। (ক্রমশঃ)